সন্ধ্যা-বিজ্ঞান রহস্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সন্ধ্যা-বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। এটি হল ব্রহ্মমার্গের সাধনা বা ব্রহ্মবিদ্যা। 'সন্ধ্যা' অর্থাৎ 'ক্ষণের সন্ধিক্ষণ'; এই ক্ষণের সন্ধিক্ষণকেই ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে; এর দ্বারাই যোগীসাধক দেহাভ্যন্তরস্থ তিনটি গ্রন্থি, যথা— ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি, ভেদকরত্ত শিবস্বরূপ হয়ে যায়। সুষুম্নান্তর্গত যোগীর চেতনা যখন চিত্রিণী নাড়ীতে থাকে তখন যোগীর বিচিত্রবর্ণময় রঙিন চিত্র বৈচিত্র্য বিশ্বের রূপ দর্শন হয়। চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীতে যখন মন প্রবিষ্ট হয় তখনই যোগীসাধকের সত্তায় শাশ্বত সত্যানুভূতির স্ফুরণ হয়। এ ভূমিতে যোগীর অসীম ধীশক্তির স্ফুরণ হয় কারণ এটি ব্রহ্মমার্গ ও শূণ্যমার্গ যা হল আকাশবৎ। এই শূণ্যমার্গে অবস্থিতির সময় ক্ষণের সন্ধিক্ষণে যোগীগণের দেহাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিভেদ হয়। এই শূণ্যমার্গে ক্ষণের সন্ধিক্ষণকে জ্ঞাত হওয়াই হল সন্ধ্যা-বিজ্ঞান রহস্য।

গায়ত্রী মাতার ত্রিমূর্তি—দেবী ব্রহ্মাণী (উপরে),
দেবী সাবিত্রী (বামে), দেবী রুদ্রাণী (ডানে)

যে বিজ্ঞান বা বিদ্যার দ্বারা পরমব্রহ্মস্বরূপিনী পরমাক্ষরী গায়ত্রীকে অবগত হওয়া যায় তাকে সন্ধ্যা-বিজ্ঞান বলা হয়। 'সন্ধ্যা' হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা যোগীগণের সাধনা এবং 'গায়ত্রী' হলেন যোগীগণের 'সাধ্য' বিষয়। সন্ধ্যা এবং গায়ত্রীর এই সাধ্য-সাধন সম্বন্ধ নিত্য ও শাশ্বত। ব্রহ্মবিদ্যারূপা শুদ্ধবিদ্যা স্বরূপিণী দেবী সন্ধ্যা সৃষ্টি মধ্যে যোগীগণের চেতনায় তিনটি রূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রণব যেমন ত্রিপদা গায়ত্রীও তেমন প্রণব- বীজ সংযুক্তা এবং ত্রিপদা। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী, এই তিনের সমন্বয়ে একটি প্রণব পরিগণিত হয়। প্রণবাদি ব্যাহৃতি ও ভুর্ভূবঃস্বঃ অজপা। এই তিনের নির্দ্দেশ থাকাতে সন্ধ্যার ত্রিরূপ নির্ণীত হয়েছে। যথা— প্রথমা বিদ্যারূপিণী ব্রাহ্মীশক্তিরূপা ব্রহ্মাণী দেবী; দ্বিতীয় বৈষ্ণবী শক্তিরূপা সাবিত্রীদেবী এবং তৃতীয় রুদ্রশক্তিরূপা রুদ্রাণী দেবী। গায়ত্রীর পূর্ণ ব্যাহৃতি অনুযায়ী ত্রিসন্ধ্যার উদ্ভব হয়েছে ব্রহ্মমার্গে তিনটি শুভক্ষণের সন্ধিক্ষণে। এই সন্ধিক্ষণ বা সন্ধ্যার প্রকাশ স্থূল জগতের আদিত্য মণ্ডলের গতিবিধির উপরে নির্ভরশীল। ত্রিসন্ধ্যার ক্ষণ বা সময় হল প্রাত্ত, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন কাল। দিবসের প্রতিটি মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সাম্য অবস্থা পরিলক্ষিত হয় সেই একই অবস্থা সূক্ষ্মভাবে যোগীসাধকের অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে। প্রাত্ত কালে ব্রাহ্মমুহূর্তে গায়ত্রীরূপী সন্ধ্যার যে ব্রহ্মাণী রূপ পূজিত হয়, যৌগিক তত্ত্বে এটি হল ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। যোগমার্গে মূলাধার কেন্দ্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগ্রতাবস্থায় কূটস্থের গগণমণ্ডলে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোহিত বর্ণের জ্যোতি দর্শন হয় যা মূলাধারের জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তি বা স্বয়ম্ভুলিঙ্গের জ্যোতি। শক্তি প্রথমে জাগ্রতা হন নাভিতে মণিপুরের পিছনে ব্রহ্মচক্রে, যেখানে ব্রহ্মার কমলাসনরূপ পঞ্চদল পদ্ম রয়েছে। তারপর ঊননাভি (শাক্তসহস্রার) জাগ্রত হতে থাকলে তখন মূলাধার চক্রও জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং মূলাধারের সঙ্গে নাভির একটি সংযোগ স্থাপিত হয়। যার ফলে উদিত সূর্য্যের মত জ্যোতি যোগীগণ কূটস্থের আকাশে দর্শন করেন। তৎপরে স্বাধিষ্ঠান চক্রে শক্তির পূর্ণরূপে বিকাশ হলে পরে তখন সেই স্তরের চেতনার স্পন্দনের সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মনাড়ীতে 'কেবল' অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে

যোগীর ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হয়ে যায়। তাই নাভিতে গায়ত্রী-সন্ধ্যার ব্রহ্মাণী রূপের ধ্যান এবং আরাধনা প্রশস্ত।

বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয় যখন কুণ্ডলিনী শক্তি স্বাধিষ্ঠান চক্রকে ভেদ করতঃ বক্ষস্থলে বা হৃদয়ে অনাহতের পানে উর্ধ্বধারায় উজানে ধাবমান হয় এবং হৃদয়কে তাঁর স্বর্নীম জ্যোতির আলোয় প্লাবিত করে। অনাহত চক্র জাগ্রত হতে শুরু করলে কূটস্থে আত্মসূর্য্যের আবির্ভাব হয়। তখন হৃদয় কেন্দ্রও সম্বিৎময় হতে থাকে যার ফলে যোগীগণের হৃদয় পদ্ম উন্মীলিত হয়ে যায়। এই হৃদয় কেন্দ্রেই বিষ্ণুর পরম পদ অবস্থিত। (বিষ্ণুগ্রন্থি সহস্রারের কেন্দ্রস্থলের অষ্টপ্রকৃতি স্বরূপা অষ্টকোণ সদৃশ বিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত। তাই অষ্টপ্রকৃতিকে জয় করতে পারলেই সাধকের দেহাভ্যন্তরস্থ মহিষাসুর বধ হয়।) তাই সন্ধ্যা বিজ্ঞানে বিষ্ণুগ্রন্থির অধীশ্বরী হলেন বৈষ্ণবী শক্তিরূপা সাবিত্রী দেবী স্বর্ণবর্ণা। এই কারণে মধ্যাহ্নে হৃদয়ে গায়ত্রী-সন্ধ্যার ধ্যান ও আরাধনা প্রশস্ত।

রুদ্রগ্রন্থিভেদ হয় যখন সাধকের চেতনায় গায়ত্রী-সন্ধ্যারূপী রুদ্রাণী দেবীর পূজার উপযুক্ত ক্ষণের আবির্ভাব ঘটে; অর্থাৎ শক্তি যখন আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে নাদবিন্দুকে অতিক্রম করতঃ সহস্রারস্থিত সোমধারাকে নামিয়ে এনে মণিপুর চক্রস্থ তেজ মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, তখন যোগীগণ কূটস্থের গগণ মণ্ডলে শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোক দর্শনে আহ্লাদিত হয়। তাই সাধকগণ গায়ত্রী-সন্ধ্যার রুদ্রাণী দেবীরূপকে সায়াহ্নে ললাটে ধ্যান এবং আরাধনা করে থাকেন।

যোগীসাধকগণ সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীতে গমনাগমন করতঃ কেবল-অবস্থা লাভপূর্বক ক্ষণের শূণ্যাবস্থা বা সন্ধিক্ষণে দেহাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিত্রয়ভেদ করে শিবাবস্থালাভ করেন এবং সন্ধ্যা-বিজ্ঞান রহস্যকে অবগত হন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি রহস্য মধ্যে তত্ত্বগতভাবে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবগণ যেমন সৃষ্টির ধারক ও বাহক রূপে পরিগণ্য, তেমন মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণেরাও সৃষ্টিতত্ত্বের এক একটি বিষয়ের ধারক ও বাহক রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেমন সমগ্র বসুগণের অধীশ্বর বলে ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠের নাম ''বশিষ্ঠ'' হয়েছে তেমন ব্রহ্মার মানস কন্যা সন্ধ্যা হতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ জগতে সন্ধ্যা-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞাগ্নিতে যখন সন্ধ্যা তাঁর দেহ বিসর্জন দেন তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুকম্পায় সন্ধ্যার পুরোভাশময় দেহ দ্বিভাগে বিভক্ত হয়ে মেধাতিথির যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বহ্নিদেব সন্ধ্যার শরীরকে দগ্ধ করে শ্রীবিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধদেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করলেন এবং সূর্যদেব সেই শরীর দ্বিধা বিভক্ত করে পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজ রথে স্থাপিত করেন। সন্ধ্যার শরীরের উর্দ্ধভাগ—দিবসের আদি ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী ''প্রাতঃ-সন্ধ্যা'' এবং শেষ ভাগ—দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী পিতৃগণের সতত প্রীতিদায়িনী ''সায়ং-সন্ধ্যা'' নামে পরিচিত হল। এই দুইক্ষণকে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে। তাই গায়ত্রীকে দ্বিপদাও বলা হয়। দেবী সন্ধ্যার দেহত্যাগের ক্ষণ হতেই শাস্ত্রে সন্ধ্যা-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। দেবী পুরাণ ও দেবীভাগবতে সন্ধ্যার উপাখ্যান এমতই লিখিত আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রের মর্মার্থ ঃ—

সমগ্র বিশ্বের যিনি আদিশক্তি সম্পন্ন ভর্গদেবরূপ পরমপুরুষ, তিনি যেন ক্রমশঃ আমার অন্তরে, আমার ভিতরে সত্তার সঙ্গে যুক্ত হউন, এবং তারপরে বাইরে সমাগত হয়ে হৃদয়াকাশে মায়া সঞ্চালক পরমেশ্বর রূপে আবির্ভূত হউন, যার নিকট আমি ভক্তি গদগদ চিত্তে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারি এবং তিনি আমাকে তাঁর তেজোদীপ্ত জ্ঞানময় জ্যোতির প্রভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ও শুদ্ধ কর্মের পথে সঞ্চালিত করুন। **—শ্রীশ্রীমা**

দেবী গায়ত্রীর মাহাত্ম্য ঃ—

গায়ত্রী সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম। ঋষিগণ প্রথমে গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মের উদ্বোধন করেন, এইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। গায়ত্রীর যেখান হইতে আগমন, সেইখানেই গমন হইয়া থাকে। গায়ত্রী যেখানে অবস্থিতি করেন, আত্মাও সেইখানেই বিরাজমান হয়েন। গায়ত্রীর সহিত মিলিত আত্মাই বিষ্ণু; গায়ত্রীর সহিত মিলিত আত্মাই রুদ্র এবং গায়ত্রীর সহিত মিলিত আত্মাই ব্রহ্মা। গায়ত্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অন্তর্গুহায় বিরাজ করেন। গায়ত্রী সর্ব্বব্যাপিনী। মহাবিন্দু গায়ত্রীর স্বরূপ। ইনি সুষুম্নামধ্যে অন্তঃশক্তিরূপে অবস্থিতি করেন। গায়ত্রীকে ভজনা করিলে পরব্রহ্ম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। **—শ্রীশ্রীমা**